দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... NOV 13 2006 ... ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

ইডেন কলেজে ছাত্রদলের দু'গ্রুপে সংঘর্ষ

৩ হল প্রভোস্টের পদত্যাগ

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে আবারও অশান্ত হয়ে উঠেছে রাজধানীর ইডেন মহিলা কলেজ। আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বর্তমানে হোস্টেলগুলোতে দুই গ্রুপ মারমুখী অবস্থানে রয়েছে। ফলে যে কোন সময় বড় ধরনের সংঘর্ষের আশঙ্কা করছেন সবাই। পরিস্থিতি মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়ে তিন হোস্টেল সুপার গতকাল (রোববার) পদত্যাগ করেছেন। হোস্টেলে ছাত্রদলের অবৈধ নেত্রীদের মস্তানী, সাধারণ ছাত্রীদের মারধর ও প্রাণনাশের হুমকি, শিক্ষিকাদের লাঞ্ছিত করাসহ বিভিন্ন অপরাধের প্রতিবাদে তারা পদত্যাগ করেন বলে জানা যায়। কলেজের প্রিন্সিপাল প্রফেসর জাহান-ই-গুলশান আরা তিন দিনের মধ্যে অবৈধ ছাত্রীদের তালিকা তৈরী ও অবৈধদের হোস্টেল ত্যাগের নির্দেশ দিয়েছেন বলে সূত্র জানায়।

ইডেন কলেজে দীর্ঘদিন ধরে ছাত্রদলের মূল কমিটি না থাকলেও কোন্দলে থেমে নেই নেত্রীরা। অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের জের ধরে গত শনিবার রাতে ইডেন কলেজের রাজিয়া হোস্টেলে নিশিতা-জেনি-উর্মি গ্রুপের সঙ্গে রুমা-সীমা-সাগর-মেধা গ্রুপের হাতাহাতি হয়। প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, সন্ধ্যার পর আহ্বায়ক নিশিতা গ্রুপ লালবাগ এলাকা থেকে ১৫-২০ জন বহিরাগত সন্ত্রাসীকে সঙ্গে নিয়ে হোস্টেলে আসে। এ সময় তাদের হাতে রড, লাঠিসোঁটা ছিল। এরা সবাই বিএনপির স্থানীয় সাবেক এমপির আশীর্বাদপুষ্ট বলে জানা যায়। খবর পেয়ে হোস্টেলের আবাসিক শিক্ষিকারা ছুটে এলে রাজিয়া হোস্টেলের রান্নঘরে রড-লাঠিসোঁটা লুকানো হয়। পরে শিক্ষিকারা বহিরাগতদের ক্যাম্পাস থেকে বের করে দেন। রাত সাড়ে ১২টায় লালবাগ থানার পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে রড-লাঠি উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

পরে এ নিয়ে ছাত্রদল নেত্রী মেধা ও নিশিতার মধ্যে হাতাহাতি ও মারামারি হয়। ছাত্রীরা জানায়, মেধা হোস্টেলের বৈধ ছাত্রী। অবৈধ হওয়া সত্ত্বেও নিশিতা মেধাকে হোস্টেল থেকে বের করে দেয়ার জন্য হোস্টেল কর্তৃপক্ষকে চাপ দেন। এ নিয়ে রাত দেড়টা পর্যন্ত দেন-দরবার করে এক পর্যায়ে প্রিন্সিপাল মেধাকে নিজের বাসায় নিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। জানা যায়, রাতে আহ্বায়ক নিশিতা হোস্টেলের শিক্ষিকাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন ও কয়েকজনকে ভয়-ভীতি দেখান।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন আবাসিক শিক্ষিকা জানান, হোস্টেলে ছাত্রদলের কিছু নেত্রী থাকেন যাদের ছাত্রত্ব নেই। হোস্টেলে অবস্থানেরও বৈধতা নেই। তারা সাধারণ ছাত্রীদের মারধর ও প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে আসছেন। বিভিন্ন সময়ে নির্যাতন করেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আরেকজন হোস্টেল সুপার জানান, একজন সিনিয়র শিক্ষিকাকে জনৈক নেত্রী মারধর করতে যায়।

শনিবার রাতের ঘটনা নিয়ে রোববার সকাল থেকে দু'গ্রুপের মধ্যে দেখা দেয় উত্তেজনা। রুমা ও মেধার নেতৃত্বে একটি গ্রুপ ক্যাম্পাসে ও হোস্টেলে মহড়া দেয়। নিশিতা গ্রুপের চার নেত্রী পৃথক অবস্থান নেয়।

বেলা ১১টার দিকে প্রিন্সিপালের অফিসে এসে পরিস্থিতি নিয়ে মিটিংয়ে বসেন। তখন হাসনা হেনা হোস্টেলের সুপার মরিয়ম বেগম, রাজিয়া হোস্টেলের সুপার সেলিনা আক্তার এবং জেবুন্নেসা হোস্টেলের সুপার মেহেরুন্নিসা বেগম প্রিন্সিপালের কাছে পদত্যাগপত্র পেশ করেন। সূত্র জানায়; পদত্যাগপত্র পাওয়ার পর প্রিন্সিপাল ক্যাম্পাস ত্যাগ করেন। তিনি শিক্ষা সচিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন। মন্ত্রণালয় হোস্টেলের সব ধরনের অবৈধ ছাত্রীকে বের করে দেয়ার নির্দেশনা দেয়। তবে প্রিন্সিপাল শিক্ষা সচিবের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা অস্বীকার করেন। এদিকে বিকাল সাড়ে ৩টায় প্রিন্সিপাল আবার ক্যাম্পাসে এলে পদত্যাগী তিন হোস্টেল সুপার আবার প্রিন্সিপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পদত্যাগপত্র গ্রহণের অনুরোধ জানান। কিন্তু তিনি পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেননি।

এ ব্যাপারে রাজিয়া হোস্টেলের সুপার সেলিনা আক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি কথা বলতে রাজি হননি। তিনি বলেন, এ মুহূর্তে আমি মন্তব্য করব না।

প্রিন্সিপাল জাহান-ই-গুলশান আরা তিন হোস্টেল সুপারের পদত্যাগের কথা স্বীকার করে বলেন, পদত্যাগপত্র এখনও গ্রহণ করা হয়নি। তারা ঝামেলা পছন্দ করছেন না। তাই দায়িত্ব পালনে অপারগতা প্রকাশ করেছেন। ঝামেলার কারণে কেউই হোস্টেলের দায়িত্ব নিতে চান না। তিনি বলেন, ইতোমধ্যে বৈধ ছাত্রীদের তালিকা প্রণয়নের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তবে কোন সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়নি বলে তিনি জানান।